কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—১, সংখ্যা—২, ডিসেম্বর—২০২৪, পৃ. ৭-১৭

ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ: ১৮৫৭-১৯৪৭

ড. নান্টু আচার্য
গ্রন্থাগারিক, কাঁচরাপাড়া কলেজ, কাঁচরাপাড়া, উঃ ২৪ পরগণা
E-mail : kpcoll.librarian@gmail.com

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটির লক্ষ্য ১৮৫৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশের অন্বেষণ করা। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে, লাইব্রেরিগুলি জ্ঞানের প্রচারে, শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে এবং সামাজিক উন্নয়নের আকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই নিবন্ধটিতে মূল গ্রন্থাগার স্থাপন, গ্রন্থাগারের অবকাঠামোর বিবর্তন এবং এই সময়ের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজের উপর গ্রন্থাগারগুলির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও উদ্যোগের পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে লাইব্রেরিগুলির মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ এবং সমালোচনাগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরন্তু, নিবন্ধটিতে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ঔপনিবেশিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উত্তরাধিকার এবং দেশে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবাগুলির বিকাশের উপর এর প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে।

মুখ্যশব্দ: গ্রন্থাগার,ঔপনিবেশিক শাসন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, ব্রিটিশ ভারত, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা

সামাজিক পরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বা লাইব্রেরি সিস্টেম যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য, জ্ঞান এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং প্রসার করে থাকে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সাম্প্রতিক সমাজের শিক্ষা, গবেষণা, ও সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নতির পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের স্থান হিসাবে, সংরক্ষণ ও প্রবর্তনের জন্য অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। মানব সমাজের বৃদ্ধি, উন্নতি এবং সৃজনশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসেবা প্রদান করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। গ্রন্থাগার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও শিক্ষাগত প্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীবিশেষে শিক্ষার উন্নতির সাথে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশের সুযোগ প্রদান করা হয়। গ্রন্থাগার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা এবং অনুসন্ধান করার উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত লেখার সাথে ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ এবং সংস্থাগুলির অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে কাজ করে। ঔপনিবেশিক

© WBCLA

ভারতে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের সার্বিক বিকাশের জন্য গ্রন্থগার ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং সেই কারণে তৎকালীন সময়ে গ্রন্থগার স্থাপনের বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

২) প্রেক্ষাপট

গ্রন্থাগার আজ যেমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত তেমনি প্রাচীনকালেও গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তা ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়। প্রাচীন ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থে, পর্যটকদের বিবরণীতে প্রাচীন গ্রন্থাগার এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের গবেষণা থেকে এটা নিশ্চিত যে প্রাচীনকালে ভারতে গ্রন্থাগার ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সেই যুগে খ্যাতি অর্জন করেছিল। মধ্যযুগীয় গ্রন্থাগারের সাথে বর্তমান গ্রন্থাগারের কিছু চারিত্রিক পার্থক্য ছিল। সে যুগে গ্রন্থাগারগুলি ছিল মূলত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান। বিদেশি পরিব্রাজকদের বিবরণে মোঘল আমলের গ্রন্থাগার সম্পর্কে জানা যায় এই গ্রন্থাগারগুলি ছিল রাজকীয়, প্রশাসনিক ব্যক্তিগণ এবং অভিজাত শ্রেণীর জন্য। সাধারণ মানুষের জন্য এই গ্রন্থাগার ছিল অবরুদ্ধ। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে আকবরের আমলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সাধারণ গ্রন্থাগারের সুবিধা পেতেন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম সরকারি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিল মাদ্রাজে। তা মূলত ইউরোপীয়ানরা ব্যবহার করতেন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে ইউরোপীয় বসতি গড়ে উঠলে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কার্যক্রম নতুন গতি পায়। খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার প্রসারের জন্য কাজ করেছিল। তারা স্কুল ও কলেজ নির্মাণ করে, ছাপাখানা স্থাপন করে, মুদ্রিত বইয়ের ব্যবহার চালু করে এবং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে, সাংস্কৃতিক শক্তির দুটি ভিন্ন স্রোত মিলিত হয়েছিল এবং পুরানো এবং নতুনের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন হয়েছিল। এটি ছিল সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের পরিণতি এবং এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে যা একটি নতুন দিগন্তে বিস্তৃত হওয়ার নিয়তি ছিল, মধ্যযুগ তার সমাধি এবং আধুনিক যুগ তার জন্ম দেখেছিল। 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' আধুনিককালে প্রথম স্থাপিত গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে পাশচাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।

৩) গ্রন্থাগারের সুত্রপাত

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয়, ভারতে তৎকালীন অন্যান্য ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের থেকে ব্রিটিশরা বেশী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং ধীরে ধীরে দেশের একটি বড় অংশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের ব্যর্থতা ব্রিটিশদের ভারতের সার্বভৌম করে তোলে। এই বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ উপলব্ধি করে যে, বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষানীতিতে কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার আশু প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে 'উডের ডেসপ্যাচ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৪ সালে উডস্ এডুকেশনাল ডেসপ্যাসের নির্দেশ অনুসারে

© WBCLA

তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজে। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার বিস্তার এবং ইংরেজি শিক্ষার মহান উদ্দেশ্যকে প্রচার করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ব্রিটিশ প্রশাসকের সহকারী প্রস্তুত করা যাতে ব্রিটিশ ধারণা অনুযায়ী দেশের প্রশাসন পরিচালনা করা যায়। শিক্ষার প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়নি, তবে এটি ছিল প্রশাসন পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা। স্কুল এবং কলেজগুলিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা ইংরেজি মাধ্যমে নতুন শিক্ষা প্রদান করতো এবং সেখানেও ছোট ছোট লাইব্রেরি ছিল। কিন্তু সরকার পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়নে কোনো সহযোগিতা করেনি।

পরবর্তীতে আঞ্চলিক ভাষায় বই ছাপানো এবং ধারণার অবিরাম বৃদ্ধি জ্ঞানের গণতন্ত্রীকরণের পথ প্রশস্ত করে। পূবে লাইব্রেরিগুলো শুধুমাত্র সমাজের উপরের স্তরের মানুষের জন্যই ছিল বর্তমানে সেইগুলি সাধারণ শিক্ষিত নাগরিকের জন্যও উন্মুক্ত করা হয়েছে। পরিবর্তনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব কলকাতায় অগ্রগণ্য ছিল। কিছু আলোকিত এবং শিক্ষিত পুরুষ যথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব ভালো ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। সেগুলি কলকাতার বিজ্ঞ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

১৮৫০ সালে ইংল্যান্ডে লাইব্রেরি অ্যাক্ট পাস করা ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিকাশে সহায়তা করেছিল। স্থানীয় নাগরিকরা এগিয়ে এসে বাংলার বিভিন্ন জেলা ও এলাকায় লাইব্রেরি ও পাঠকক্ষ প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় পাবলিক লাইব্রেরিও প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং কিছু ক্ষেত্রে দেশীয় শাসকদের সহায়তায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ সাল নাগাদ ব্যক্তিগত ও জনসাধারণের প্রচেষ্টায় বেশ সংখ্যক পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৪) ঔপনিবেশিক ভারতে প্রাথমিক গ্রন্থাগার

ঔপনিবেশিক ভারতে প্রাথমিক গ্রন্থাগার স্থাপনে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যের অধ্যয়ন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে গবেষণাকে প্রসার করা। এই সোসাইটির গ্রন্থাগার দুর্লভ পাণ্ডুলিপি, বই এবং শিল্পকলা সমৃদ্ধ উপাদানের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার পণ্ডিতদের মধ্যে তাত্ত্বিক ও বৌদ্ধিক বিনিময় সহজ করে তোলে এবং ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষাগত গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করে। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য প্রাথমিক গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়, যেমন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৩৬), মাদ্রাজ লিটারারি সোসাইটি (১৮১৮) এবং বোম্বে এশিয়াটিক সোসাইটি (১৮০৪)। এই গ্রন্থাগারগুলি ব্রিটিশ কর্মকর্তা, মিশনারি এবং শিক্ষিত ভারতীয় অভিজাতদের বৌদ্ধিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল।

© WBCLA

ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগার বিকাশে মিশনারি সমিতিগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদের শিক্ষামূলক ও ধর্মপ্রচারের কাজের অংশ হিসেবে গ্রন্থাগার স্থাপন করে, স্থানীয় জনগণের মধ্যে পশ্চিমা জ্ঞান ও খ্রিস্টান মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে আসে। মিশনারি গ্রন্থাগারগুলি ধর্মীয় গ্রন্থাবলী, শিক্ষামূলক উপকরণ এবং স্থানীয় ভাষায় সাহিত্যের প্রাপ্তি সরবরাহ করে, পশ্চিমা ধারণা বিস্তার এবং সাক্ষরতার প্রসারে অবদান রাখে। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রায়শই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, মিশনারিদের সাথে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া গড়ে তোলে এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রসার সহজ করে।

ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও, ঔপনিবেশিক যুগে গ্রন্থাগার স্থাপনের স্বদেশী প্রচেষ্টাও বিকশিত হয়। ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কারকগণ, শিক্ষা, বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসা এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। কলকাতায় ঠাকুর পরিবারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় জ্ঞান ব্যবস্থা সংরক্ষণ, দেশীয় সাহিত্য প্রচার এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বদেশী গ্রন্থাগারগুলি কেবলমাত্র ঐতিহ্যবাহী পাঠ্য এবং সাহিত্যকর্মের প্রবেশদ্বার সরবরাহ করেনি তা নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করেছে, ঔপনিবেশিক ভারতে বদ্ধ ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে অবদান রেখেছে।

৫) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ

ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ একটি জটিল ও বহুমুখী প্রক্রিয়া ছিল। এই প্রক্রিয়াটি ব্রিটিশ শাসনকালের বিভিন্ন দিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার। এর ফলে স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও তথ্যের প্রতি চাহিদা পূরণ করার জন্য গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়।ব্রিটিশরা ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসারের চেষ্টা করে। এর ফলে বই, পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই নতুন প্রকাশনাগুলি সংরক্ষণ ও জনসাধারণের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ সরকার সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগার স্থাপন, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ প্রদান করে।এই বিভিন্ন কারণের ফলে, ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয় এবং বিদ্যমান গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ ও পরিষেবাগুলি প্রসারিত করা হয়।

৫(১) ১৮৫০ সালের পাবলিক লাইব্রেরি আইনের প্রভাব

- এই আইন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় করের অর্থায়নে পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা প্রদান করে।

© WBCLA

- এই আইন সাধারণ জনগণের মধ্যে জ্ঞানের বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার প্রদান এবং সাক্ষরতা উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়।
- এই আইন ব্রিটিশ ভারতের প্রধান শহুরে কেন্দ্রগুলিতে পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়।
- এই আইন ঔপনিবেশিক যুগে শিক্ষা ও তথ্যের প্রতি জনগণের অধিকার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫(২) পাবলিক লাইব্রেরি ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থাগার

সরকারি তহবিলে গ্রন্থাগার: এই সকল গ্রন্থাগার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ও গবেষণা চাহিদা মেটাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গ্রন্থগারগুলি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং সরকারি দফতরের সাথে সংযুক্ত থাকত এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং ইতিহাসের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান ও সম্পদের ভান্ডার হিসেবে কাজ করত।

উদাহরণ: কলকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) এবং মাদ্রাসের কান্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরি (বর্তমানে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)।

৫(৩) রাজকীয় গ্রন্থাগার

এই গ্রন্থগার ব্রিটিশ রাজের অধীনত্বে থাকা স্থানীয় ভারতীয় শাসকদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলিতে স্থাপিত হয়েছিল এবং এগুলি স্থানীয় জ্ঞান সংরক্ষণ, পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় সহায়তা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উদাহরণ: মারাঠা শাসক দ্বিতীয় সেরফোজি স্থাপিত সরস্বতী মহল গ্রন্থাগার এবং নবাব ফয়জুল্লা খান প্রতিষ্ঠিত রামপুর রাজা গ্রন্থাগার।

৫(৪) ক্রম অনুসারে স্থাপিত গ্রন্থাগার

ক্রম	গ্রন্থাগারের নাম	প্রতিষ্ঠা বর্ষ
১	রাজনারায়ণ বসু মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, মেদিনীপুর	১৮৫১
২	হুগলী পাবলিক লাইব্রেরি	১৮৫৪
৩	কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি	১৮৫৬
৪	কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি	১৮৫৮
৫	উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি	১৮৫৯
৬	জনাই পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৬০

© WBCLA

৭	মহেশ পাবলিক লাইব্রেরি	১৮৬৯
৮	চান্দেরনগর লাইব্রেরি	১৮৭০
৯	আরিয়াধা পাবলিক লাইব্রেরি	১৮৭০
১০	শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি	১৮৭২
১১	কালনা মায়ো লাইব্রেরি	১৮৭৬
১২	বরানগর সাসিপাদো ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি	১৮৭৬
১৩	রারানগর পিপলস লাইব্রেরি	১৮৭৬
১৪	মুডিয়েল লাইব্রেরি, গার্ডেনরিচ	১৮৭৬
১৫	রাজপুর পাবলিক লাইব্রেরি, সোনারপুর	১৮৭৭
১৬	দক্ষিণেশ্বর রাম কৃষ্ণ লাইব্রেরি এবং রিডিং ক্লাব	১৮৭৯

টেবিল-১ : ঔপনিবেশিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার

১৮৫১ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিগুলো বাংলার নবজাগরণের সময়কালে শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানচর্চার প্রতি মানুষের আগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এই সময়ে মেদিনীপুর থেকে শুরু করে হুগলি, কৃষ্ণনগর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা শিক্ষার প্রতি সমাজের ব্যাপক ঝোঁককে প্রতিফলিত করে। স্থানীয় উদ্যোগে পরিচালিত এই লাইব্রেরিগুলো কেবল বই পড়ার স্থান নয়, বরং শিক্ষামূলক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করেছে। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৯) যেমন ঐতিহাসিকভাবে ভারতের প্রাচীনতম লাইব্রেরিগুলোর একটি, তেমনি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোও বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের কাছে জ্ঞান এবং আলোচনা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। এর মাধ্যমে দেখা যায়, ব্রিটিশ শাসনের শিক্ষানীতির প্রভাব এবং স্থানীয় সমাজসচেতন ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় বাংলার গ্রাম-শহরে এক জ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, যা পরবর্তীতে আধুনিক লাইব্রেরি ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে ভূমিকা রেখেছে।

৫(৫) বাংলার বাইরের কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার

ক্রম	গ্রন্থাগারের নাম	প্রতিষ্ঠা বর্ষ
১	ইন্দোর জেনারেল লাইব্রেরি	১৮৫৪
২	পাবলিক লাইব্রেরি, গয়া	১৮৫৫
৩	এলাহবাদ পাবলিক লাইব্রেরি	১৮৬৪

© WBCLA

৪	মহারাজা পাবলিক লাইব্রেরি, জয়পুর	১৮৬৬
৫	পাবলিক লাইব্রেরি, কোচিন	১৮৬৯
৬	কার্লমিক্যাল লাইব্রেরি, বেনারস	১৮৭২
৭	হার্ডিংজ মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরি, দিল্লী	১৮৮৬
৮	গভর্নন্টে ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি, মাইসোর	১৮৯১
৯	আসাফিয়া লাইব্রেরি, হায়দ্রাবাদ	১৮৯১
১০	খুদা বক্স লাইব্রেরি, পাটনা	১৮৯১
১১	কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরি, মাদ্রাজ	১৮৯৬
১২	পাঞ্জাব বৈদিক লাইব্রেরি, লাহোর	১৮৯৮
১৩	পাবলিক লাইব্রেরি, বোম্বে	১৮৯৮
১৪	মাধব পুস্তকালয়, গোয়ালিয়র	১৮৯৯
১৫	পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরি, লাহোর	১৯০০

টেবিল-২ : ঔপনিবেশিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের গ্রন্থাগার

১৮৫৪ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বাংলার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলো ভারতের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর ভারতের খুদা বক্স লাইব্রেরি (১৮৯১) এবং পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০০) থেকে দক্ষিণ ভারতের কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯৬) এবং গভর্নমেন্ট ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি (১৮৯১) পর্যন্ত, এই লাইব্রেরিগুলো স্থানীয় জনগণের মধ্যে জ্ঞানচর্চার আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি ঐতিহাসিক নথি, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশ শাসনের শিক্ষানীতির প্রভাব এবং স্থানীয় রাজপরিবার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এই লাইব্রেরিগুলো কেবল বইপড়ার স্থান নয়, বরং শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এই সময়ে লাইব্রেরির বিস্তার প্রমাণ করে যে জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ ও উদ্যোগজাতীয় এবং স্থানীয় স্তরে সমাজের অগ্রগতির ভিত্তিস্থাপন করেছিল।

৬) ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগারের প্রভাব

ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগারগুলি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতা উন্নীত করতে মূল ভূমিকা পালন করেছিল। বই, পত্রপত্রিকা এবং শিক্ষামূলক সম্পদে প্রবেশাধিকার সরবরাহ করে, গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন ধরণের পটভূমির ব্যক্তিদের মধ্যে স্বনির্ভর শিক্ষা ও বৌদ্ধিক বিকাশ সহজ করেছিল। বিশেষ করে

© WBCLA

পাবলিক লাইব্রেরিগুলি জ্ঞান ও তথ্য লাভের জন্য সহজে যাতায়াত করা যায় এমন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত, যা জনগণকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত করতে সহায়তা করেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকা গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সরবরাহ করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করত, যা শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলে। এছাড়াও, বিশেষায়িত গ্রন্থাগারগুলি পেশাদার, গবেষক এবং উৎসাহীদের নির্দিষ্ট তথ্য চাহিদা পূরণ করত, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতার অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে।

ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগারগুলি বৌদ্ধিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অঞ্চল জুড়ে চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞানের আদানপ্রদান সহজ করেছিল। বই, পত্রপত্রিকা এবং পাণ্ডুলিপির বিচিত্র সংগ্রহ একত্রিত করে, গ্রন্থাগারগুলি পণ্ডিত, লেখক এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক, আলোচনা এবং সহযোগিতার জন্য মঞ্চ সরবরাহ করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগার, বিশেষ করে পাবলিক লাইব্রেরিগুলি, গণতান্ত্রিক জায়গা হিসেবে কাজ করেছিল। সেখানে জীবনের সর্বস্ত স্তরের মানুষ্য সাহিত্যিক ও তথ্যবহুল সম্পদ পাওয়ার সুযোগ পেত, ফলে বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা, সমালোচনামূলক চিন্তাধারা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য গবেষণামূলক কাজ, শিক্ষাবস্তু এবং শিক্ষা সম্পর্কীত নানা পত্রপত্রিকা সরবরাহ করে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা গড়ে তোলায় সহায়তা করেছিল। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অগ্রগতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগারগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এগুলি চিন্তাধারা প্রচার, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনমত গঠনে মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছিল। বিশেষ করে পাবলিক লাইব্রেরিগুলি জাতীয় পরিচয়, সামাজিক ন্যায় এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বক্তৃতা, সেমিনার এবং আলোচনা আয়োজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠেছিল। এগুলি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী এবং কর্মীদের জনগণের সাথে মিশে যাওয়ার, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার জায়গা সরবরাহ করেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অবদান রেখেছিল। এগুলি সমালোচনামূলক চিন্তাধারা, নাগরিক সচেতনতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার দ্বারা সজ্জিত শিক্ষিত নাগরিকদের একটি প্রজন্ম গড়ে তোলায় সাহায্য করেছিল। এছাড়াও, ইতিহাস, সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রের মতো বিষয়ে নিবেদিত বিশেষায়িত গ্রন্থাগারগুলি ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিল। সামগ্রিকভাবে, গ্রন্থাগারগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং

© WBCLA

আরও ন্যায়সঙ্গত ও সমান অধিকার সম্পন্ন সমাজের পক্ষে সমর্থন জোগাতে ক্ষমতায়ন করেছিল।

৭) সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

ভাষাগত বাধা

- বিভিন্ন ভাষানির্ভর সম্প্রদায়ের জন্য সাহিত্যে প্রবেশাধিকার সীমিত।
- স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রান্তিকীকৃত।
- ইংরেজি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য ও শিক্ষাগত সম্পদের স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ অপ্রতুল।
- দেশীয় ভাষাভাষীদের জন্য ইংরেজি ভাষার সম্পদের অ্যাক্সেসে সমস্যা।
- স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাক্ষরতা ও জ্ঞান বিস্তারে বাধা।

অর্থায়নের অভাব

- গ্রন্থাগারের কাঠামো ও সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহযোগিতা ও সম্পদ বরাদ্দ করা হয়নি।
- পাবলিক লাইব্রেরি তাদের পরিচালনা ও সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহে লড়াই করে।
- সরকারি গ্রন্থাগারগুলিও বই, পত্রপত্রিকা এবং অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য সীমিত বাজেটের মধ্যে কাজ করে।
- সীমিত সংগ্রহ এবং পুরনো সম্পদ ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম।

সেন্সরশিপ

- ঔপনিবেশিক প্রশাসন তথ্য ও সাহিত্যের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।
- রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বা বিধ্বংসাত্মক বলে বিবেচিত প্রকাশনাগুলিতে প্রবেশাধিকার সীমিত করার জন্য সেন্সরশিপ বিধি।
- ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করা উপকরণ নিষিদ্ধ বা সেন্সর্ড করা হয়।
- সরকার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য বিস্তার নিয়ন্ত্রিত।
- জ্ঞান ও তথ্যের অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করে।
- অবাধ বিনিময়ের ধারণাকে বাধাগ্রস্ত করে।
- লেখক ও শিল্পীদের স্ব-প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।
- জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে।

অন্যান্য সমস্যা

- প্রশিক্ষিত লাইব্রেরিয়ানের অভাব।
- গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা।
- জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অসচেতনতা।
- গ্রামীণ এলাকায় গ্রন্থাগারের অভাব।

© WBCLA

এই সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জ্ঞান ও তথ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮) উপসংহার

উপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতা লাভ ভারতের গ্রন্থাগারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন চিহ্নিত করে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর, ভারত জাতি গঠনের পথে এগিয়ে যায়, যেখানে গ্রন্থাগারগুলি নব্য স্বাধীন জাতির সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি ছিল লোকতন্ত্র, সমানতা এবং সামাজিক ন্যায়—এই মূলনীতিগুলি স্বাধীনোত্তর ভারতে গ্রন্থাগারের উন্নয়নেও নির্দেশনা দেয়। ঔপনিবেশিক আমলের গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক আমলের গ্রন্থাগারগুলি ভারতের আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। স্বাধীনোত্তর যুগে, এই ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারগুলিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যস্থল এবং জাতীয় স্মৃতির ভান্ডার হিসেবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি ঔপনিবেশিক আমলের গ্রন্থাগারে থাকা দুর্লভ পাণ্ডুলিপি, দস্তাবেজ এবং বইগুলি ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ নিয়েছে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ এবং প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করছে। এছাড়াও, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং স্থাপত্য কৌশল বজায় রেখে এই গ্রন্থাগারগুলিকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, প্রযুক্তি এবং সেবা দিয়ে আধুনিকীকরণ এবং উন্নতীকরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমকালীন ভারতের উপর প্রভাব ঔপনিবেশিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমকালীন ভারতে গ্রন্থাগারের বিকাশে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব রয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে প্রতিষ্ঠিত অনেক মৌলিক নীতি ও পদ্ধতি, যেমন পাবলিক লাইব্রেরির ধারণা, গ্রন্থাগার আইন এবং পেশাদার গ্রন্থাগারিক, বর্তমান ভারতের গ্রন্থাগারের মূল্যবোধ গঠনে অব্যাহত রয়েছে। এই দেশ জুড়ে গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্যের কেন্দ্রে রয়েছে তথ্যের প্রবেশাধিকার, জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় গুরুত্ব।

গ্রন্থপঞ্জি

মুখার্জী, সুবোধ কুমার (২০০০)। *গ্রন্থাগার দর্পণ.* কলিকাতা: ওয়ার্ল্ড বুক

মহাপাত্র, পীজুষকান্তি এবং চক্রবর্তী, ভূবনেশ্বর। (২০০৮)। *গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরিচয়* (২য় সং).কলিকাতা:ওয়ার্ল্ড বুক

Chakraborty, B. (1993). *Library and Information Society*. Kolkata: World Press.

© WBCLA

Ranganathan, S. R. (2006). *The Five Laws of Library Science*. New Delhi: Ess Ess Publications.

Ranganathan, S. R. (2008). *Library Manual: For School, College, and Public Library: With Revised Examples of Subject Classification*. New Delhi: Ess Ess Publications.

Taher, M., & Davis, D. (1994).*Librarianship and Library Science in India*. New Delhi: Concept Publishing.

Bhatt, R. K. (1995). *History and Development of Libraries in India*. New Delhi: Mittal Publication.

Dutt, N. M. (1928). *Baroda and Its Libraries*. Baroda: Central Library, Baroda.

Moghe, V. (1968).Public libraries of Indore.In *All India Library Conference* (p. 67). Indore: University of Indore.

Adyar Library and Research Centre.(n.d.). Retrieved May 5, 2023, from https://www.ts-adyar.org/content/adyar-library-and-research-centre.

Mukherjee, S. K. (1969). *Development of Libraries and Library Science in India*. Calcutta: World Press.

© WBCLA